তারিখ 17 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীরা

একই রকম ফল কিংবা আরও ভালো করিয়াও চলতি বৎসরে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, এইবারও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা লওয়া হইবে না। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হইতেছে শিক্ষার্থীদের। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী একাধিক শিক্ষার্থীর জিপিএ একরকম হইলে প্রথমে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে গণিত ও উচ্চতর গণিতে বেশি জিপিএপ্রাপ্তদের। উহাতে সমাধান না মিলিলে বিবেচনা করা হইবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে অর্জিত গ্রেডের ভিত্তিতে। তাহার পরেও জটিলতা দেখা দিলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হইবে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে। তবে সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীকে হইতে হইবে নিয়মিত। সর্বাধিক জটিলতা ও সমস্যা বাদিয়াছে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এহেন সিদ্ধান্ত লইয়া। এই নীতির বেড়াজালে আটকা পড়িয়া গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্থাৎ সকল বিষয়ে এ গ্রাস পাইয়াও এইবারে তাহাদের সংখ্যা বেশি হইবার কারণে ভর্তির চরম অনিশ্চয়তায় ভুগিতেছে অনেক শিক্ষার্থী। অভিভাবকদেরও দুশ্চিন্তার কমতি নাই। উল্লেখ্য, সারাদেশে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাড়ে ৫২ হাজার। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে কলেজের সংখ্যা ৩ হাজার ১৯২টি, মাদ্রাসার সংখ্যা ২ হাজার ৮৪২টি এবং কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৪৫০টি। এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সর্বসাকুল্যে পাস করিয়াছে ৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৬৩ জন। কলেজগুলিতে সেই অনুপাতে সিট নাই। নীমিত আসন সংখ্যার প্রকট সমস্যার কথা না হয় বোঝা গেল। দুর্ভাগ্যজনক হইল, সকল বিষয়ে এ গ্রাস পাইয়াও ভালো কলেজে ভর্তি হইবার সুযোগ মিলিতেছে না অনেক ছাত্রছাত্রীর শুধু বয়স কম হইবার কারণে। মাপকাঠি হিসাবে বয়স বিবেচনায় আসায় অনিবার্য বাদ পড়িয়া যাইতেছে অনেক মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থী। অর্থাৎ একই গ্রেড পয়েন্ট থাকিলেও বয়স যাহাদের বেশি, লওয়া হইয়াছে তাহাদের। উদাহরণ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে ১৯৯২ সালের জুন মাস পর্যন্ত যেই সকল ছাত্রীর জন্ম, ঠাঁই হইয়াছে তাহাদের। অন্যদিকে একই জিপিএ থাকিলেও অপেক্ষমাণ তালিকায় ঠাঁই হইয়াছে তাহাদের, যাহাদের জন্ম ১৯৯২ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরে। শুধু ঢাকা শহরেই নহে, বিভাগীয় ও জেলা শহর এমনকি প্রত্যন্ত এলাকার ভালো কলেজগুলিতেও দেখা যাইতেছে একই চিত্র। মেধাবীদের ভর্তি হওয়াজনিত বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা। ফলে জিপিএ-৫ বা সকল বিষয়ে এ গ্রাস পাইবার আনন্দ ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহাদের নিকট। পাশাপাশি অভিভাবকরাও রহিয়াছেন নিদারুণ দুশ্চিন্তায়। বাস্তবতা হইল: দেশে এখনও পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের সঠিক ও কার্যকর কোন পদ্ধতি গড়িয়া উঠে নাই। রাজধানীতে সাধারণত সন্তানদের ভর্তি করা হয় কম বয়সে কিংবা সঠিক বয়সে। মফস্বলে এই সংস্কৃতি এখনও পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। ফলে বয়সের প্রতিযোগিতায় মাদ্রাসা ও মফস্বল হইতে ভর্তি হইতে আসা শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ আগাইয়া যাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে সংশ্লিষ্ট সূত্রে। বাস্তবে দেখা যাইতেছে, মাদ্রাসা হইতে উত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হইতে পারিতেছে, অন্যদিকে বয়স কম হইবার কারণে শহরের নামি-দামি প্রতিষ্ঠান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তি হইতে পারিতেছে না। ইহাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যাইবে! দেশে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবের কথা স্বীকার করিয়া শিক্ষা উপদেষ্টা বলিয়াছেন, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বাড়াইবার পাশাপাশি ভালো বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খোলা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা হইতেছে গুরুত্বের সহিত। কিন্তু বিষয়টি সময় সাপেক্ষ। ইচ্ছা করিলেই একটি কলেজে রাতারাতি আসন সংখ্যা বাড়ানো যায় না; কিংবা কোন বিদ্যালয়ে খোলা যায় না এইচএসসি। উহার সহিত অঙ্গাঙ্গি জড়িত শিক্ষার্থীদের বসার জায়গা ও ভবন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত, মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষকমণ্ডলী সর্বোপরি লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি। বিপুল অর্থ বরাদ্দের বিষয়টিও জড়িত বৈকি। এইবারে নিরুপায় হইয়া অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইতে বাধ্য হইবে মধ্যমমানের কলেজগুলিতে। তবে ইহা সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান নহে। অতঃপর সকল দিক হইতে যান বাড়াইতে হইবে সকল কলেজের। বিষয়টির প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে জরুরি ভিত্তিতে দৃষ্টি দেওয়া হইবে বলিয়াই প্রত্যাশিত।